দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2.9 JUL 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

06

# বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধান সম্পর্কে অমূলক প্রচারণা

।। সালাম জুবায়ের ।।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা অভিধানে তথ্যগত কোন ভুল নেই। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও গোষ্ঠী স্বার্থে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে একটি বিশেষ মহল একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত অভিধানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

কয়েকজন ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ উল্লিখিত অভিধান সম্পর্কে এই অভিমত দিয়েছেন। তবে কয়েকটি শব্দ নিয়ে বাক্য বিন্যাস যেভাবে করা হয়েছে তা না করলেও চলতো। এ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে বলে তারা জানান।

সম্প্রতি বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধান নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে অভিযোগ করা হয় যে, একাডেমির অভিধানে দেশীয়, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় কবি কাজী নজরুলসহ বিভিন্ন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে বাংলা একাডেমির কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া

অভিধান ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

## অভিধান ঃ অমূলক প্রচারণা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

হয়। বাংলা একাডেমি অভিযোগসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অভিধান পরীক্ষা করে ৬ পৃষ্ঠার একটি জবাব তৈরি করেছে। তাতে ভুলসমূহ সংশোধনের কথা বলা হয়। তবে অধিকাংশ অভিযোগই ঠিক নয় বলে একাডেমির ব্যাখ্যা দাবি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ, নজরুল, বাংলাদেশী ইত্যাদি শব্দ অভিধানে রয়েছে বলে জানানো হয়। শেখ মুজিবের পরে জিয়ার নাম নেই কেন তার কারণ ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

একাডেমির ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড অভিধানে এবং কলকাতার সাহিত্য সংসদের অভিধানে দু'টি ভুলের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করে বলা হয়, কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরও এসব অভিধানে ভুল থেকে গেছে। নির্ভুল অভিধান ছাপা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। একাধিক সংস্করণ হওয়ার পর সব ভুল চোখে পড়ে।

একাডেমির একটি সূত্র জানায়, একজন সম্পাদকের অধীনে নয়জন ইংরেজি-বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ ৪ বছর পরিশ্রম করে এই অভিধান তৈরি করেছেন।

বাংলাবাজারের বইপাড়ার একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশের বাজার এতদিন পুরোপুরিভাবে ভারতীয় অভিধানের দখলে ছিল। এখানে প্রতিবছর দেড় থেকে দু' কোটি টাকার ভারতীয় অভিধান বিক্রি হয়। বাংলা একাডেমির অভিধান প্রকাশের পর এখন ভারতীয় অভিধানের বাজার মন্দা যাচ্ছে। প্রকাশের প্রথম বছরে বাংলা একাডেমির অভিধান ৩ বার ছাপতে হয়েছে। বিক্রি হয়েছে ৫০ হাজার কপি। ভারতেও এই অভিধান রপ্তানি হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশে ভারতীয় অভিধানের বাজার শেষ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে ভারতীয় অভিধান বিক্রি অব্যাহত রাখার স্বার্থে বাংলা একাডেমির অভিধানের বিরুদ্ধে অনাহূত অভিযোগ তোলা হচ্ছে বলে কয়েকজন প্রকাশক অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারটি প্রধানমন্ত্রীকেও অবহিত করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানায়।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অভিধানের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। বাংলা একাডেমির ব্যাখ্যা পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

পত্রিকায় উল্লেখিত ভুল ছাড়াও বাংলা একাডেমি আরো কিছু ভুল অভিধানে খুঁজে পেয়েছে। অভিধানটি ছাপা হওয়ার পর তাতে কোন ভুল আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একাডেমি কর্তৃপক্ষ ঢাকা মহানগরীর ৮৬টি স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাদেরকে অভিধানের কপি দেয়া হয়েছিল। তারাও কিছু কিছু ভুলের প্রতি একাডেমির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরবর্তী সংস্করণে এগুলো সংশোধন করা হবে বলে জানা গেছে।